ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2194-2201
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.482

ভারতে দলিত নারীদের ক্ষমতায়ন

ড. জয়িতা পাল, *সহকারী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The issues of Dalit women in India have got relevance in recent political scenario in India. The question frequently arises that does the world inhabited by women fall under the same mainstream society that we live. Even though women make up half the population they are the most oppressed and neglected. If they belong to dalit category their problems are becoming even more acute. Alongside the empowerment of Dalit Women, their rights mentioned in constitution and the challenges they face have also been discussed here. Indian society is divided by caste system and varna based discrimination. It is through his hands that untouchability has entered in our society. In respect of dalit women these problems are more acute. Alongside untouchability they face the problems of patriarchy and poverty. As a result, they are far away from mainstream education, health, job opportunity, wages and from political participation. Even though their rights are guaranteed by the constitution, they continue to be exploited every time.

Keywords: Dalit empowerment, constitution, law, patriarchy

> "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved"
>
> – ড. বি. আর. আম্বেদকর

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় নারীবাদী লেখনী বা লিঙ্গভিত্তিক আলোচনায় নারীদের সমস্যাগুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। সাহিত্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, লেখনী এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলনের চাপে সরকার নারীদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। ১৯৯০র সময়ের পর থেকে নারীবাদী আলোচনায় নারীদেরকে নিয়ে বহুস্বর সৃষ্টি হয়েছে। এই বহুস্বর প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারীদের অসম উন্নয়নের কথা তুলে ধরেছে। ভারতে নারী কোন একটি নির্দিষ্ট একরূপ গোষ্ঠী নয়। বিশেষ করে তফশিলি জাতি, উপজাতি বা বলতে গেলে দলিত মহিলাদের মধ্যে সমস্যাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন।মানবউন্নয়নের নির্ধারকগুলির লক্ষ করলে দেখা যাবে সর্বত্রই দলিত নারীদের উন্নয়নের মাত্রা অত্যাধিক কম। এর অর্থ দলিত মহিলারা অন্য মহিলাদের তুলনায় কম উন্নত হয়েছে এবং কম উন্নতির এই বৈষম্য ক্রমবর্ধমান।

বস্তুত ভারতে নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টি চিরদিন উপেক্ষিত থেকেছে সেখানে দলিত নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি আরও বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দলিত নারীরা জাত, শ্রেনি এবং লিঙ্গ এই ত্রিমুখী শোষণের সম্মুখীন।

এই আলোচনায় মূলত বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে গৌণ সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইট থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 'বর্ণ' এবং 'জাত'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এর হাত ধরেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা প্রবেশ করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যরা বর্ণ ব্যবস্থার নিম্নে অবস্থান করে। বর্তমানে এই অস্পৃশ্যরাই দলিত নামে পরিচিত হয়েছে। 'দলিত' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'ভগ্ন' বা 'ছিন্নভিন্ন'। অনেকে মনে করেন দলিতদের অবস্থান হিন্দুদের চতুর্থ বর্ণেরও নিচে। সেকারণে অনেকে এদের পঞ্চমা বলে উল্লেখ করে থাকেন। ঊনবিংশ শতকে জ্যোতিবা ফুলে প্রথম দলিত শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন।[১] গান্ধিজি এদের 'হরিজন' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই দলিতরা উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। এই প্রথা নিবারনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় ভারতে বিভিন্ন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলন সবোচ্চ রূপ লাভ করেছিল যখন গান্ধিজি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অঙ্গ হিসাবে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জ্যোতিবা ফুলে, শ্রী নারায়ন গুরু, ড. বি আর আম্বেদকর, ই ভি রামস্বামি, জি এন মুদালিয়র এবং অনান্য কিছু ব্যক্তিবর্গ এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাবা সাহেবের হাত ধরেই এই আন্দোলন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাত্ত্বিকরা মূলত নারীদের ক্ষমতায়নের তিনটি দিক নির্দেশ করেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। ক্ষমতায়নের তিনটি মাত্রা একদিকে যেমন স্বতন্ত্র তেমনই অন্যদিকে একে অপরের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই নারী ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসুচীগুলো কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কাজের পরিধিকে বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বের তিনটি অর্থনৈতিক মডেল এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল South Asian Poverty Alleviation Programme (SAPAP), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) এবং Community Development Fund (CDF)। এই অর্থনৈতিক কর্মসুচিগুলি নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও বেশ কিছু ব্যাধি বর্তমান। পণপ্রথা, বাল্য বিবাহ, কন্যা ভ্রূন হত্যার মত বিষয়গুলি এখনও স্বমহিমায় উপস্থিত। এগুলির প্রতিকার না হলে নারীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।এর পাশাপাশি গৃহের অভ্যন্তরেও প্রতিনিয়ত নারীরা পরাধীনতায় আছন্ন। বিনা অনুমতিতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার স্বাধীনতা টুকু মেয়েদের নেই। কন্যা এবং পুত্র সন্তানের প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক। বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা কেবল নির্যাতিত হয়না, তার সঙ্গে সঙ্গে উপেক্ষিত হয়।দলিত নারীর ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজে নিহিত দীর্ঘদিনকার কুসংস্কার।

২০১২-২০১৭ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারতের পরিকল্পনা কমিশন 'Working Group on Women's Agency and Empowerment' নামক যে পরামর্শ সংস্থা গঠন করেছিল তাদের মতে, নারী ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে নারীরা আত্মমর্যাদা লাভ করার পাশাপাশি সমস্ত রকম নির্যাতন থেকে মুক্ত হবে এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবে। এখানে উল্লেখ করা হয় নারীদের ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব হবে যখন নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের অবস্থার

উন্নতি করতে পারবে এবং নিজেদের পছন্দকে সুনিশ্চিত করতে পারবে। সকল নারীর সামর্থ্য বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব। ক্ষমতায়নের অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ধারণের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদান করা। Robert Adams এর মতে, ক্ষমতায়ন হল

> "The capacity of individuals, groups and/or communities to take control of their circumstances, exercise power and achieve their own goals, and the process by which, individually and collectively, they are able to help themselves and others to maximize the quality of their lives."[২]

ভারত সরকার জাতপাত এবং অশস্পৃশত্যার সমস্যার সমাধানে সাংবিধানিক ও আইনগত বিভিন্ন রক্ষাকবচ প্রদান করেছে। ভারত সরকার তফশিলি জাতি এবং উপজাতিকে সমাজে ঐতিহাসিক ভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১১০৮টি সম্প্রদায়কে প্রথম তফশিলে রাখা হয়েছে যারা তফশিলি জাতি নামে পরিচিতি পেয়েছে। সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় তাদের কিছু রক্ষাকবচ প্রদান করা হয়েছে। জাতির পরিচয়ের কারণে তাদের উপর আধুনিক সমাজে যাতে আর কোন বৈষম্য স্বীকার না হতে হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের Untouchability Offence Act যা পরবর্তী সময়ে Protection of Civil Rights Act (১৯৭৬) নামে পরিচিত হয়েছে এবং Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Attrocities Act (POA) এর মধ্যে দিয়ে দলিতদের ওপর অত্যাচার বা ঘৃণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানেও দলিতদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধান ইতিবাচক বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। লিঙ্গ সমতাটির ধারণা ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা', 'মৌলিক অধিকার', 'মৌলিক কর্তব্য', 'নির্দেশমূলক নীতি'র মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৪-১৮ নং ধারায় সংবিধান জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত রকম বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ নং ধারায় নারীপুরুষের সম বেতনের অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪২ নং ধারায় রাষ্ট্র কর্ম ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করার কথা ঘোষণা করেছে। ৪৬ নং ধারায় সমাজের দূর্বল শ্রেনির মানুষের জন্য রাষ্ট্র শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৪৭ নং ধারায় জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। ২৪৩ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে জনসংখ্যার অনুপাতে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষন করা বাধ্যতামূলক। এই আসনের এক তৃতীয়াংশ তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৪ (১) নং ধারায় বেশ কিছু অঞ্চলের পশ্চাদপদতার কারণে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (আসাম এবং মেঘালয় ব্যতিরেকে) অধীন এলাকা গুলির কিছু অঞ্চলকে তফশিলি অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে প্রশাসনিক বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে। সংবিধানের ২৪৪ (২) নং ধারায় আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের আদিবাসী অঞ্চলের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করা হয়েছে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল অনুসারে।

এর পাশাপাশি আইনসভাগুলিতে তপসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪ নং ধারায় সংসদের দুটি কক্ষে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তফশিলি জাতি ও উপজাতির সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য আসন সংরক্ষন করা হয়েছে।

আবার সংবিধানের ৩৪০ নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের জন্য কোন কমিশন নিয়োগ করতে পারেন।

দলিতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন, পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৯৪৮ সালের এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্সুরেন্স এক্ট, ১৯৫১ সালের প্লানটেশন লেবার এক্ট, ১৯৫৪ সালের ফ্যামিলি কোর্ট এক্ট, ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট, ১৯৫৫ সালের হিন্দু ম্যারেজ এক্ট, ১৯৬১ সালের মেটারনিটি বেনিফিট এক্ট, ১৯৬১ সালের ডাউরি প্রহিবিশন এক্ট, ১৯৭৬ সালে একুয়াল রেমুনারেশন এক্ট, ১৯৮৩ সালের ক্রিমিনাল ল এক্ট, ১৯৮৭ সালের কমিশন অব সতী (প্রিভেনশন) এক্ট, ২০05 সালের প্রটেকশন অব ওমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়লেন্স এক্ট, ২০১০ সালের ওমেন্স এগেনষ্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এক্ট অব ওয়ার্ক প্লেস আইন উল্লেখযোগ্য।

সংবিধান এবং আইনি অধিকার প্রদানের পাশাপাশি সরকার দলিত নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)- ভারত সরকারের এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। ভারতীয় সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধন অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। SSA প্রকল্পটি রুপায়নের মূল দায়িত্ব কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের উপর দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দলিত মেয়েরাও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার লাভ করেছে।

কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (KGBV)- ভারত সরকার এই প্রকল্পটি ২০০4 সালে গ্রহণ করেছে। পরবর্তী সময়ে এটি SSA প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পশ্চাৎপদ নারীদের বিশেষ করে SC, ST ও OBC সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করা। এই বিদ্যালয়ের মোট আসনের ৭৫% SC, ST ও OBC সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েদের জন্য এবং বাকি ২৫% আসন BPL ভুক্ত পরিবারের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মসূচি।

এই প্রকল্পের পাশাপাশি **স্বাক্ষর ভারত, মহিলা সমখ্য কর্মসূচি, রাজীব গান্ধী স্কিম (RGSEAG), কিশোর শক্তি যোজনা, বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও কর্মসূচি, RMSA, কন্যাশ্রির** মতো একাধিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes)- ২০২৬ সালে ভারত সরকার দলিতদের জন্য DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes) নামক এক বিশেষ জনকল্যাণকামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রকে পরিচালিত প্রায় ২০০টির মত প্রকল্প আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল তফশিলি উপজাতির সর্বাত্মক উন্নতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে ব্যয় বরাদ্দ করা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ১২৭৪৩৪.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে PM JANMAN এবং DAJGUA প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে

PM AJAY (Flagship Umbrella Scheme)- সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক তপসিলি জাতি ভুক্ত মানুষদের দারিদ্রতা দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, আর্থ সামজিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday যোজনা বা PM AJAY কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তফশিলি জাতিভুক্ত গ্রাম গুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির উপর এই কর্মসুচি গুরত্ব দেয়। এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল-

আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন– ৪০% তফশিলি জাতিভুক্ত গ্রামগুলিকে পরিকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা। দলিত মানুষেরা যাতে করে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয় এই প্রকল্প সে দিকে নজর দেয়। আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের কথাও এখানে বলা হয়। দলিতরা যাতে করে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে তফশিলি জাতির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হস্টেল (বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস) গড়ে তোলা হয়।

Stand Up India– এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে ২০১৬ সালে। মহিলাদের এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্যোগপতি গড়ে তোলার জন্য ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋন প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উৎপাদন, পরিষেবা বা বানিজ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে এই ঋন দানের কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ভারতের অর্থ মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত।দলিত মহিলাদের মধ্যে থেকে 'দ্রোণদিদি' ও 'লাখপতি দিদি' নামক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। দলিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে SHE-Mart জেলায় জেলায় খোলা হচ্ছে।

STEP (Support to Training and Employment Programme for Women)- ১৯৮৬-৮৭ সালে ভারত সরকার নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামটি গ্রহণ করে। গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

এতদসত্ত্বেও একথা বলতেই হয় দলিত মহিলাদের সমস্যাগুলি পৃথক এবং স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাদেরকে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, পিতৃতান্ত্রিকতা এবং অস্পৃশ্যতার মতো তিনটি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত। কেবল আইন এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে এই সকল সমস্যার অপসারণ করা সম্ভব হবে না। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের উপর অত্যাচার এখনও বহমান। দেবদাসী বা যোগিনীর মতো প্রথা এখনও তাদেরকে পালন করে যেতে হয়।

ভারতের নারীবাদী আলোচনায় সুদীর্ঘকাল জাতপাত বা ধর্মীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষিত করা হয়েছে। হয়ত নারীবাদীরা তাদের আলোচনায় কোন বিভাজন রাখতে চাননি। তারা কেবল ধর্ষণ, খুন বা অন্য রকম নির্যাতনকেই কেবল তাদের আলোচনায় স্থান দিয়ে এসেছেন এতদিন। ফলে দলিত নারীর আলোচনাটি পেছনের সারিতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ভারতীয় নারী আন্দোলনকারীরা জাতপাতের পার্থক্যকেও তাদের আলোচনায় স্থান দিতে শুরু করেছেন।

১৯৯০র প্রথম সময়ে দলিত নারীরা মূলস্রোতের নারী আন্দোলনে নিজেদের সমস্যাগুলির অনুস্পথিতি লক্ষ করেছিলেন। ধীরে ধীরে দলিত নারী আন্দোলনে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রকাশ পেতে শুরু করল। তাদের নিজেদের অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করে দলিত নারী আন্দোলনকারীরা ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের আন্দোলনে যুক্ত হল বৈষম্য বিরোধিতা, সম্পদের ওপর অধিকার, সমমজুরি, কর্মক্ষেত্রে সমব্যবহার, শিক্ষার সুযোগ, ভালো কাজের পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি। এই দাবিগুলি নিয়ে দলিত মহিলারা Dalit Women's Rights Forum এর মঞ্চে সোচ্চার হয়েছিলেন ২০০৬ সালে হেগ এ। তারা 'Human Rights and Dignity of Dalit Women' প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন।[৩]

দলিত নারীরা এখনও যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলি হল:

- অর্থনৈতিক বঞ্চনা,
- শিক্ষাগত বঞ্চনা,

- স্বাস্থ্য হীনতা,
- অস্পৃশ্যতার সমস্যা,
- ধর্মীয় শোষণ,
- লিঙ্গগত বৈষম্য

রাজনৈতিক অঙ্গনেও দলিত নারীরা বৈষম্যের স্বীকার। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান কোন অংশে কম ছিল না। গান্ধীজীর দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে তারা মাতৃভূমির মুক্তি আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে সকল নারীর সঙ্গে সঙ্গে দলিত নারীরাও ভোটাধিকার পেলেও তাদের উন্নতি সেই তিমিরেই থেকে গেছে। বরং তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। National Crime Records Bureau র তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রতিদিন গড়ে দশ জন দলিত মহিলা বা মেয়ে ধর্ষণের স্বীকার হন। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে তপসিলি জাতির নারীদের প্রতি অপরাধের পরিমান ১৩.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে দলিত নারীর উপর যৌন নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৫%।[৪] ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে দলিত নারীর উপর অত্যাচারের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় দলিত নারীদের উপর এই নির্যাতন বৃদ্ধি পায় যখন তারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে চায় বা আইনের দ্বারস্থ হতে চায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়েও দলিত নারীর উপর নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির একাধিক নজির রয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০০৪ সাল অব্দি লোকসভার আসন বিন্যাসের ছবি দেখলে লক্ষ করা যায় ১৪ তম লোকসভায় তফশিলি জাতিভুক্ত এম পি র সংখ্যা ছিল ৭৫ যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি। ১৫ তম লোকসভায় ৫৪৩টি আসনের জন্য প্রায় ৮০৭০জন প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন, যার মধ্যে মোট নারীর সংখ্যা ছিল কেবল ৫৫৬ জন। এর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১২ জন দলিত মহিলা, ৫ জন তফশিলি উপজাতি ভুক্ত মহিলা এবং ৪০জন উচ্চ জাতভুক্ত মহিলা। এই তথ্য তুলে ধরে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে দলিত মহিলাদের উপস্থিতি নগণ্য। ১৬তম লোকসভায় ৬৬জন মহিলা এম পির মধ্যে ১১ জন তফশিলি জাতিভুক্ত এবং ৫ জন তফশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলা। কিছু দলিত মহিলা রাজনীতি, সাহিত্য ক্ষেত্রে বা সমাজসেবাই সাফল্য লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরমু, রাজনীতিবিদ মায়াবতী, মিরা কুমার, লেখিকা বামা ফৌজটিনা সুসউইরাজ, বেবী কাম্বলে, ইয়াসিকা দত্ত, সমাজ সেবী রুথ মনোরমা, মনীষা মাশাআল প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় এই সাফল্যের হার নিতান্তই কম।

পরিশেষে এই লেখনীর মূল উদ্দেশ্য হল দলিত মহিলাদের সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করা এবং তারা যে সমস্যা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে তার বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরা। পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়ন লাভ আদৌ সম্ভব হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা।এই বিশ্লেষণে দলিতদের ইতিহাস, ভারতে তাদের আন্দোলনের ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখেছি ভারতে মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা এক পথে অগ্রসর হয়নি। মানব অধিকার ও মানুষের মর্যাদাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এই আলোচনা নারীদের বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর পরিচিতিকে বুঝতে সাহায্য করে। নাগরিকত্বের অধিকার লাভের বিষয়টি ভারতীয়দের কাছে একটি সাধারণ বিষয় হলেও দলিত নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা একটা ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। ব্যক্তিগত ও সরকারি পরিসরে তাদের অধীনতার বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মানব উন্নয়ন সূচকে অনান্য জনসংখ্যার (দলিত পুরুষ এবং অ-দলিত নারী পুরুষ) নিরিখে দলিত নারীর উন্নতির হার অত্যন্ত কম। উৎপাদন শীলতার ক্ষেত্রে দলিত নারীর অত্যন্ত

পরিশ্রমী বলে বিবেচিত হয় কিন্তু তারাই সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হন। কর্মক্ষেত্রে তারা প্রায়শই বৈষম্যের স্বীকার হন তার বহু নজির রয়েছে। নিম্ন জাতের দোহায় দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে চলেছেন। ধর্মীয়বিধি নিষেধের কারণে তারা নিজেদের মন এবং শরীরের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন।

সাধারণ একজন মহিলা কর্মক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনে যে লিঙ্গ বৈষম্যের স্বীকার হন সেই একই ঘটনার সম্মুখীন হন একজন দলিত মহিলা কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় জাতপাত এবং অসস্পৃশ্যতা ভিত্তিক বৈষম্য। এটি একধরনের 'Exclusion induced deprivation' যা একজন দলিত নারীর সমস্যাকে অন্য নারীর সমস্যা থেকে পৃথক করে। কারণ সুদীর্ঘ কাল ধরেই দলিত নারীদের অশুদ্ধ, নোংরা, অস্পৃশ্য, কথা বলার অযোগ্য বলে মনে করা হয়। তারা অন্য কারোর সাথে কোন রকম সামাজিক ও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অযোগ্য। এই বিষয়টি একজন দলিত রমণীর মানব অধিকার এবং মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে চরম অবমাননাকর।

সুতরাং দলিত নারীরা যে বহুমাত্রিক সমস্যা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হয়ে চলেছে তার সমাধানটিও বহু মাত্রিক। প্রথমত, সমস্ত নারীর প্রতি সমস্ত রকম লিঙ্গ বৈষম্য এবং দারিদ্রতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে যার সুফল দলিত নারীরাও পাবে। দ্বিতীয়ত, সমাজ থেকে বিছিন্ন গোষ্ঠীর এই মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সামাজিক বিছিন্নতা প্রতিরোধে উপযুক্ত আইনগত রক্ষাকবচ দিতে হবে। নারী ক্ষমতায়নের সাধারণ নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনে দাবি ভিত্তিক লিঙ্গ নীতিও প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এই সকল কণ্ঠ স্বরহীন মহিলাদের কণ্ঠও শোনা যায়। রাষ্ট্রকে আরও বেশী অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি রূপায়ন করতে হবে যাতে করে দলিত নারীদের সমস্যাকে আরও ভালো ভাবে সমাধান করা যাবে। ভারতের নারী আন্দোলনকে যদি আলোচনার কেন্দ্রে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তখন দলিত নারীদের প্রতি হওয়া অসম্মান সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারবে ফলে সরকার, নাগরিক সমাজ, পুলিশ বা প্রশাসনের সকলের নজরে আসবে। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করব আশা রাখি।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.livehistoryindia.com/story/eras/importance-of-the-term-dalit
২. Shekhawat Santosh Kumar, "English for Empowering the Marginalised Communities in Rajasthan", IJRAR June 2017, Vol4, Issue2, P-501.
৩. https://www.roundtableindia.co.in/the-hague-declaration-on-the-human-rights-and-dignity-of-dalit-women/
৪. https://idsn.org/wp-content/uploads/2025/03/AIDMAM-Factsheet-2024-Violence-again-women.pdf

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Ambedkar B.R, 'Annihilation of Caste', Bombay, Self-published, 1936.
২. Ambedkar B.R, 'The rise and fall of Hindu women', Thacker & Co, 1951.
৩. Arya, Anita, 'Indian Women Education and Empowerment' (Vol-II), New Delhi, Gyan Publishing House, 2000.

৪. Jangam, Chinnah, 'Dalits and the Making of Modern India', Oxford University Press, 2017.

৫. Naronakar Rajashekher B, "Human Rights and Dignity of Dalit Women", International Journal of Advanced Research and Development, Vol 7, Issue 2,2022.

৬. Paik, Shailaja, 'The rise of new Dalit women in Indian historiography', wileyonlinelibrary.com, John Wiley & Sons Ltd.

৭. Sharma Gopal, Roy Amitabh and Prodip Kr Roy (Ed), 'Empowering Women in India', Kolkata, Rupali. 2015.

৮. Swamy, 'Dr. B.R. Ambedkar's Contributionto the Dalit Women's Empowerment', International Journal of Advance Research in Multidisciplinary, Vol-1, Issue 2,2023, Page 223-226.

৯. Shrivastava, Saumya, 'Issues of Dalit Women', CBGA Budget TRACK, Vol9, Track 1-2, July 2013.

১০. Sabharwal, Nidhi Sadana & Solankar, Wandana, 'Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Class, and Caste', Global Justice Network, Global Justice: Theory Practice Rhetoric (8/1)2015.

১১. Teltumbde, Anand, 'Dalits and the Indian Constitution', Speaking Tiger,2025.

১২. https://www.ncrb.gov.in/